কুরআন রমযান তাকওয়া

মতিউর রহমান নিজামী

কুরআন রমযান তাকওয়া

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

www.bjilibrary.com

কুরআন রমযান তাকওয়া
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশক
আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী
৪৯১/১ এলিফ্যান্ট রোড
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩১২৯২

প্রকাশকাল
প্রথম মুদ্রণ ঃ এপ্রিল ১৯৮৯
৩য় মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৫

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য ঃ ১৮.০০ টাকা

www.bjilibrary.com

আমাদের কথা

মাহে রমযান মুমিনের বোনাস লাভের মাস। সওয়াবের বোনাস নিয়ে প্রতি বছর এ মাস ফিরে আসে মুমিনের কাছে। এ মাস আল কুরআন নাযিলের মাস। লাইলাতুল কদরের মাস। এ মাস আগমনের সাথে সাথে মুসলিম সমাজে শুরু হয় একটি নতুন মওসুম। এ মাসে তারা সওয়াবের ফসল কাটে। এ ফসল কাটে তারা সিয়াম সাধনা, তাকওয়া অনুশীলন, এবং সত্য ন্যায় ও নেকীর কাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। মানব সেবা ও মানবকল্যাণে মুমিনের দরদী মন এ মাসে আরো ব্যাকুল হয়ে উঠে। এ মাস মুসলিমদের প্রশিক্ষণের মাস। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তারা তাকওয়া, ইহসান ও মহব্বতের প্রশিক্ষণ লাভের সাথে সাথে আদর্শ ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের অনন্য প্রশিক্ষণ ও লাভ করে।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী একজন উঁচুমানের আলেমে দীন এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা। তিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ পুস্তিকায় মাহে রমযানের অনন্য বৈশিষ্ট্য, মাহাত্ম্য ও শিক্ষা তুলে ধরেছেন।সিয়াম সাধনা এবং আল কুরআন অনুশীলনের মাধ্যমে তাকওয়ার প্রশিক্ষণ ও আদর্শ কুরআনী সমাজ গঠনের প্রেরণা গ্রহণ করে এ মাস থেকে সর্বোত্তম ফায়দা হাসিল করার আহবান জানিয়েছেন।

বইটি আল্লাহর পথের পথিকদের খুবই কাজে আসবে আশা করি।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১.	**রমযান মাসের মাহাত্ম্য**	৭
	ক. চাঁদ দেখে রোযা রাখা, চাঁদ দেখে রোযা ভাঙ্গা	১০
	খ. রোযার মূল্য ও মর্যাদা	১০
	গ. রোযাদারের সৌভাগ্য	১১
	ঘ. রোযার পরকালীন ফল	১২
	ঙ. রোযা ও কুরআনের শাফায়াত	১৩
	চ. ব্যর্থ রোযা	১৪
২.	**মাহে রমযান, কুরআন ও তাকওয়া**	১৬
৩.	**আল কুরআনের আলোকে তাকওয়া**	২০
	ক. তাকওয়ার অর্থ	২০
	খ. তাকওয়ার পরিধি	২২
	গ. তাকওয়ার উৎস	২৬
	ঘ. তাকওয়ার প্রয়োগ ক্ষেত্র	২৭
	ঙ. তাকওয়ার ফল	২৯
৪.	**সমাজ গঠন, গণ প্রশিক্ষণ ও সিয়াম সাধনা**	৩২
৫.	**লাইলাতুল কদর ও আমাদের করণীয়**	৩৮
	ক. লাইলাতুল কদরের পটভূমি	৩৯
	খ. লাইলাতুল কদরের পরিচয়	৩৯
	গ. আজকের ভাবনা	৪২
৬.	**ঈদুল ফিতর ঃ তাকওয়া অনুশীলনীর সমাপনী উৎসব**	৪৫

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

১. মাহে রমযানের মাহাত্ম্য

সিয়াম সাধনা ও মাহে রমযানের ফযীলত সম্পর্কে রসূলুল্লাহর (সা) নিম্নোক্ত হাদীসগুলো প্রণিধানযোগ্য ঃ

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رض قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلَتِهِ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ وَابُهُ الْجَنَّةُ وَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يَزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهِ وَ عِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْتَقِصَ اَجْرِهِ شَيْئٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُعْطِي اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ اَوْ تَمَرَةٍ اَوْ شَرْبَةٍ مِّنْ مَّاءٍ وَ مَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَ هُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ اٰخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَاَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ -

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) শাবান মাসের শেষ দিন আমাদের সাহাবাদের সম্বোধন করে ভাষণ দেন। তাতে তিনি বললেন ঃ হে জনগণ! এক মহাপবিত্র ও বরকতের মাস তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছে। এ মাসের একটি রাত বরকত ও

www.bjilibrary.com

ফযীলত মাহাত্ম্য ও মর্যাদার দিক দিয়ে সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। এ মাসের রোযা আল্লাহ তা'য়ালা ফরয করেছেন এবং এর রাত্রিগুলোতে খোদার সম্মুখে দাঁড়ানোকে নফল ইবাদতরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। যে লোক এ রাতে আল্লাহর সন্তোষ ও তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন অফরয ইবাদত সুন্নত বা নফল আদায় করবে, তাকে এ জন্যে অন্যান্য সময়ের ফরয ইবাদতের সমান সওয়াব দেয়া হবে। আর যে লোক এ মাসে ফরয আদায় করবে, সে অন্যান্য সময়ের সত্তরটি ফরয ইবাদতের সমান সওয়াব পাবে।

এটি সবর, ধৈর্য ও তিতীক্ষার মাস। আর সবরের প্রতিফল খোদার নিকট পাওয়া যাবে জান্নাতরূপে। এ হচ্ছে পরস্পর সহৃদয়তা ও সৌজন্য প্রদর্শনের মাস। এ মাসে মু'মিনের রিযক প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার ফল স্বরূপ তার গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে ও জাহান্নাম হতে তাকে নিষ্কৃতি দান করা হবে। আর তাকে আসল রোযাদারের সমান সওয়াব দেয়া হবে; কিন্তু সেজন্যে আসল রোযাদারের সওয়াব কিছুমাত্র কম করা হবেনা। আমরা নিবেদন করলাম, হে রাসূল! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই রোযাদারকে ইফতার করাবার সামর্থ রাখেনা। (এ দরিদ্র লোকেরা এর সওয়াব কিভাবে পেতে পারে?) তখন রাসূল করীম (সাঃ) বললেন ঃ যে লোক রোযাদারকে একটা খেজুর, দুধ বা এক গ্লাস সাদা পানি দ্বারাও ইফতার করাবে, সে লোককেও আল্লাহ তায়ালা এ সওয়াবই দান করবেন। আর যে লোক একজন রোযাদারকে পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত করবে; আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আমার 'হাওয' হতে এমন পানীয় পান করাবেন, যার ফলে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে কখনও পিপাসার্ত হবেনা।

এটি এমন এক মাস যে, এর প্রথম দশদিন রহমতের বারিধারায় পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় দশদিন ক্ষমা ও মার্জনার জন্যে ও শেষ দশদিন জাহান্নাম হতে মুক্তিলাভের উপায়রূপে নির্দিষ্ট।

আর যে লোক এ মাসে নিজের অধীন লোকদের শ্রম-মেহনত হাল্কা বা হ্রাস করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা দান করবেন এবং তাকে দোজখ হতে নিষ্কৃতি ও মুক্তিদান করবেন।' (বায়হাকী শুয়াবিল ঈমান)

www.bjilibrary.com

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ
صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ
الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ
لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ
حُرِمَ - (نسائی، مسند احمد، بیهقی)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মাঝে রমযান মাস সমুপস্থিত। ইহা এক অত্যন্ত বরকত ভরা মাস। মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ তায়ালা এ মাসের রোযা তোমাদের প্রতি ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশ জগতের দুয়ারসমূহ উন্মুখ হয়ে যায়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এ মাসে বড় বড় ও সেরা শয়তানগুলোকে আটক করে রাখা হয়। আল্লাহরই জন্যে এ মাসে একটি রাত আছে। যা হাজার মাসের অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত্রির মহাকল্যাণ লাভ হতে বঞ্চিত থাকলো, সে সত্যিই বঞ্চিত ব্যক্তি। (নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ, বাইহাকী)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ
وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيْرَانِ فَلَمْ يُفْتَحْ بَابٌ
وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِيْ مُنَادٍ
بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ
النَّارِ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ - (ترمذی، نسائی، بیهقی)

'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ রমযান মাসের প্রথম রাত্রি উপস্থিত হলেই শয়তান ও দুষ্টতম জ্বিনগুলোকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়, জাহান্নামের দুয়ারগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর উহার একটি দুয়ারও খোলা হয়না এবং জান্নাতের দুয়ারগুলো খুলে দেয়া হয়। অতঃপর উহার একটি দুয়ারও বন্ধ করা হয়না। আর একজন ঘোষণাকারী ডেকে ডেকে বলতে থাকে, হে কল্যাণের আকাংখী, অগ্রসর হয়ে আস এবং হে অকল্যাণের বাসনা

পোষণকারী বিরত হও, পশ্চাদপসরণ কর। আর আল্লাহর জন্যে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়া বহু লোক রয়েছে। এভাবে (রমযানের) প্রত্যেক রাত্রিতেই করা হয়।' (তিরমিযী, নাসায়ী, বায়হাকী)

চাঁদ দেখে রোযা রাখা-চাঁদ দেখে ভাংগা

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ رض اَنَّهٗ خَطَبَ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ يَشُكُّ فِيْهِ فَقَالَ اَلَا اِنِّىْ قَدْ جَالَسْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ سَأَلْتُهُمْ اَلَا وَاِنَّهُمْ حَدَّثُوْنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَانْسِكُوْا لَهَا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَتِمُّوْا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا وَاِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُوْمُوْا وَ اَفْطِرُوْا - (مسند احمد، نسائى)

'আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনুল খাত্তাব হতে বর্ণিত, তিনি সেদিন ভাষণ দিলেন, যে দিন রোযা রাখা হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছিল এবং বললেন ঃ তোমরা জেনে রাখো, আমি রাসূলে করীমের সাহাবীদের মজলিসে বসেছি এবং এ ধরনের বিষয়ে আমি তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি। এ ব্যাপারে তোমরা সতর্ক হও, তাঁরা আমাকে বলেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখতে শুরু কর এবং চাঁদ দেখেই রোযা ভংগ কর। আর এভাবে কোরবানী ও হজ্বের অনুষ্ঠানাদি পালন কর। (ঊনত্রিশ তারিখ) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে (ও চাঁদ দেখা না গেলে) তোমরা সে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। আর যদি দু'জন মুসলমান সাক্ষাতদাতা সাক্ষাত দেয় তবে তোমরা তদনুযায়ী রোযা রাখো ও রোযা ভাংগো। (মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী)

রোযার মূল্য ও মর্যাদা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمُ فَاِنَّهٗ لِىْ وَ اَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ

www.bjilibrary.com

وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّى امْرِئٌ صَائِمٌ - (بخارى ، مسلم)

'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক আমলের সওয়াব দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, রোযা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা উহা একান্তভাবে আমারই জন্য। অতএব, আমি (যেভাবেই ইচ্ছা) উহার প্রতিফল দেব। রোযা পালনে আমার বান্দাহ্ আমারই সন্তোষ বিধানের জন্য স্বীয় ইচ্ছা বাসনা ও নিজের পানাহার পরিত্যাগ করে থাকে। রোযাদারদের জন্যে দু'টো আনন্দ। একটি আনন্দ ইফতার করার সময় এবং দ্বিতীয়টি তার মালিক মুনীব খোদার সহিত সাক্ষাত লাভের সময় পাবে। আর নিশ্চয়ই জেনো রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশ্‌কের সুগন্ধি হতেও অনেক উত্তম। আর রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের একজন যখন রোযা রাখবে, তখন সে যেন বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং চীৎকার ও হট্টগোল না করে। অন্য কেউ যদি তাকে গালাগাল করে কিংবা তার সহিত ঝগড়া বিবাদ করতে আসে, তখন সে যেন বলেঃ আমি রোযাদার।' (বোখারী, মুসলিম)

রোযাদারের সৌভাগ্য

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُعْطِيَتْ اُمَّتِىْ خَمْسَ خِصَالٍ فِىْ رَمَضَانَ لَمْ تُعْطَهَا اُمَّةٌ قَبْلَهُمْ خَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى يُفْطِرُوْا وَيُزَيِّنُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ يُوْشِكُ عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ اَنْ يُّلْقُوْا عَنْهُمُ الْمُؤْنَةَ وَالْاَذٰى وَيَصِيْرُوْا اِلَيْكَ وَيُصَفَّدُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ فَلَا يَخْلُصُوْا اِلٰى مَا كَانُوْا يَخْلِصُوْنَ فِىْ غَيْرِهٖ وَيُغْفَرُ

www.bjilibrary.com

لَهُمْ فِىْ اٰخِرِهٖ لَيْلَةٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَهِىَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوَفّٰى اَجْرَهٗ اِذَا قَضٰى عَمَلَهٗ -

'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতকে রমযান মাসে পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করা হয় যা তাদের পূর্বের কোন উম্মতকে দেয়া হয়নি। সে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য হলো ঃ রোযাদারের মুখের বিকৃত গন্ধ খোদার নিকট মিশ্‌কের সুগন্ধি হতেও উত্তম যতক্ষণ না ইফতার করে, ফেরেস্তাগণ তাদের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেকদিন তাঁর জান্নাতকে সুসজ্জিত করে রাখেন; অতঃপর (জান্নাতকে সম্বোধন করে) বলতে থাকেন ঃ আমার নেক বান্দাহদের বৈষয়িক শ্রম দায়িত্ব ও কষ্ট নির্যাতন শীঘ্রই দূর করা হবে। তারা তোমার নিকটই পরিণতি পাবে এবং এ মাসে প্রধান দুষ্কৃতিকারী শয়তানদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে। অতঃপর তারা মুক্ত হবেনা। যেমন তারা মুক্ত রমযান ছাড়া অন্য সময়ে। আর নেক বান্দাহদের জন্যে শেষ রাত্রে মাগফিরাত দান করা হবে। প্রশ্ন করা হলো, হে রাসূলুল্লাহ্ এটা কি কদর রাত্রের কথা? বললেন না, কিন্তু আমলকারী যখন তার আমল সম্পূর্ণ করবে, তখন তার প্রতিফল তাকে পুরোপুরি আদায় করে দেয়া হবে।' (মুসনাদে আহামদ, বায়হাকী)

রোযার পরকালীন ফল

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ - (بخارى ، مسلم ، ترمذى)

'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, যে লোক রমযান মাসের রোযা রাখবে ঈমান ও চেতনা সহকারে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।' (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দায়ুদ, নাসায়ী)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ اَحَدٌ غَيْرُ

www.bjilibrary.com

هُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ فَاِذَا دَخَلَ اٰخِرُهُمْ اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ ـ (بخارى، مسلم)

'হযরত সহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, বেহেশতের একটি দুয়ার আছে, উহাকে 'রাইয়্যান' বলা হয়। এর দ্বার পথে কিয়ামতের দিন কেবলমাত্র রোযাদার লোকেরাই বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া অন্য কেহ এ পথে প্রবেশ করবেনা, সেদিন এ বলে ডাক দেয়া হবে, রোযাদাররা কোথায়? তারা যেন এ পথে প্রবেশ করে। এ ভাবে সকল রোযাদার ভিতরে প্রবেশ করার পর দুয়ারটি বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর এ পথে আর কেউই প্রবেশ করবেনা।' (বুখারী, মুসলিম)

রোযা ও কুরআনের শাফায়াত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم قَالَ اَلصِّيَامُ وَ الْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِالَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ ـ

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, রোযা ও কুরআন রোযাদার বান্দাহর জন্য শাফায়াত করবে। রোযা বলবে, হে খোদা! আমিই এ লোকটির রোযার দিনগুলোতে পানাহার ও যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা হতে বিরত রেখেছি। অতএব, তুমি এর জন্য আমার শাফায়াত কবুল কর। আর কুরআন বলবে ঃ হে খোদা! আমিই তাকে রাত্রিকালে নিদ্রামগ্ন হতে বাধা দান করেছি। কাজেই তার জন্য আমার শাফায়াত গ্রহণ কর।' (রাসূলে করীম (সাঃ) বললেন) অতঃপর এ দুটি জিনিসের শাফায়াত কবুল করা হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَاِنْ صَامَهُ. لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ ـ (ترمذى)

www.bjilibrary.com

'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, যে লোক বিদেশ ভ্রমণ বা রোগ-অসুখের শরীয়ত সম্মত ওযর ছাড়া রমযান মাসের একটি রোযাও ত্যাগ করবে, সে যদি উহার পরিবর্তে সারা জীবনকাল ধরেও রোযা রাখে তাহলে যা হারিয়েছে তা কখনও পরিপূর্ণ হবেনা।' (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ)

ব্যর্থ রোযা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ - (بخارى)

'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ যে লোক মিথ্যা কথা ও মিথ্যার আমল পরিত্যাগ করলোনা, তার খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করার আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নাই।' (বুখারী)

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি আল কুরআনের অনুশাসন মানার মত মন-মানসিকতা ও যোগ্যতা সৃষ্টির একটি অনুশীলন কোর্স হলো মাহে রমযানের সিয়াম সাধনা। অতএব এর সমাপনী উৎসব কুরআনী শাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রনায়কের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাষণ আসে সরকারী নির্দেশ আকারে-ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রমযানের শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার এবং কাজে লাগানোর জন্যে। সেই সাথে খোদ সরকারকেও অঙ্গীকার করতে হয়, বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হয় উক্ত শিক্ষাকে কাজে লাগাবার জন্যে।

আমাদের চরম দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে, যে কুরআনী শাসন মানার জন্যে রমযানের সাধনা, সেই কুরআনী শাসনের সাথে আজ আমাদের পরিচয়ই নেই। শুধু তাই নয়, সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ের সুচতুর ও সুকৌশল পদক্ষেপের মাধ্যমে জাতিকে কুরআনী শাসনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখার অশুভ তৎপরতাও আমাদের লক্ষ্য করতে হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

এই দুনিয়ার এমন একটি কোর্স যদি আমি সম্পূর্ণ করি যা সমাজে কোন কাজে লাগার মত নয়-তাহলে সেই কোর্স সমাপ্তির লগ্নে মনে যেমন হতাশা জাগে, আজকের এই অনৈসলামী তথা তাগুতী-শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সিয়াম শেষে ঈদের উৎসব একজন মু'মিনের কাছে তেমনি অশান্তিকর হওয়াটাই স্বাভাবিক। অবশ্য মু'মিন হতাশার গ্লানিতে ভেঙ্গে পড়তে পারে না। কাজেই তাকে ঈদের এই দিনে শপথ নিতে হবে এমন শক্তি সঞ্চয়ের যার মাধ্যমে তাগুতী সমাজ ভেঙ্গে কুরআন ভিত্তিক সমাজ গড়া সম্ভব হয়।

www.bjilibrary.com

২. মাহে রমযান কুরআন ও তাকওয়া

মানবজাতিকে সংযমী চরিত্রের অধিকারী বানাবার জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা যে সব মৌলিক ইবাদতের ব্যবস্থা করেছেন, মাহে রমযানের রোযা তার অন্যতম। বছরে একবার এভাবে এক মাসব্যাপী রোযা পালন বা সিয়াম সাধনার সাথে আল-কুরআন এবং তাকওয়ার সম্পর্ক নিবিড় ও গভীর। মাটির এই পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলীফা এবং সৃষ্টির সেরা। আল্লাহর দেয়া এই মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যেই আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে নবী রাসূলদের মাধ্যমে কিতাব পাঠিয়েছেন। এভাবে নাযিলকৃত সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআন মানুষের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত, চলার পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়, একমাত্র দিশারী। এই কিতাব নাযিলের জন্যে আল্লাহ যে মাসটিকে বাছাই করেছেন, সেই মাসটি হলো রমযানুল মোবারক।

আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ - (البقرة : ١٨٥)

"রমযানের মাস তো সেই মাস যে মাসে নাযিল হয়েছিল আল-কুরআন, মানুষের চলার পথের দিশারীরূপে, যার মধ্যে রয়েছে হেদায়াতের দলিল প্রমাণ এবং ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের মানদন্ড।" (সূরা বাকারা-৮৫)

উক্ত ঘোষণায় মাহে রমযানের রোযা ফরয করার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে কুরআন নাযিলের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে এবং কুরআন কি সে কথাও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। কুরআন তথাকথিত ধর্মগ্রন্থ মাত্র নয়, মানুষের জীবনের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ যেন সত্যিকারের মানুষের মত জীবন-যাপন করতে পারে সে উপায় কেবল এ কুরআনেই রয়েছে, আর কোথাও নেই। এ কথা কেবল নীতিকথা বা অন্ধ বিশ্বাস সর্বস্ব নয় ঃ এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে। মানুষের জন্যে কোনটা

www.bjilibrary.com

কল্যাণকর, আর কোনটা অকল্যাণকর, কোনটা সত্য, এবং কোনটা মিথ্যা, কোনটা ন্যায়, আর কোনটা অন্যায় তা নির্ধারণেও একমাত্র মানদন্ড এই কুরআন। শুধু তাই নয়, মানুষের সমাজ থেকে শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন বন্ধ করতে ন্যায় ও ইসলামী সমাজ গড়ারও ভিত্তি এ গ্রন্থই। মানুষের প্রতি আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল-কুরআনের আলোকে জীবন গড়া ও পরিচালনার জন্যে আল্লাহ স্বয়ং তাকওয়াকে শর্ত বানিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন ঃ

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ (البقرة : ٢)

"এই কুরআন আল্লাহর কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, আর এটি পথের দিশারী তাদের জন্যে যারা তাকওয়ার অধিকারী। (বাকারা-২)

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সেরা মানুষের প্রতি বড় মেহেরবান। তিনি দয়া করে, মেহেরবানী করেই তাদের জন্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত কুরআন পাঠিয়েছেন। সেই কুরআন থেকে হেদায়েত লাভের জন্যে যে 'তাকওয়া'কে শর্ত বানিয়েছেন সেই তাকওয়া অর্জনের উপায়ও বলে দিয়েছেন। শুধু বলে দিয়েই শেষ করেননি বরং সেই উপায় অনুসরণ করাকে ফরয করেছেন। আর সেই উপায়টি হলো মাহে রমযানের পুরো মাসব্যাপী রোযা। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ (البقرة : ١٨٣)

"পূর্ববর্তীদের মতই তোমাদের উপরও রোযা ফরয করা হয়েছে, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হও।" (বাকারা-১৮৩)

অতএব, মাহে রমযানের মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের জন্যেই। তাই এর যথাযথ মর্যাদা দান আল-কুরআনের মর্যাদার উপলব্ধির উপরই নির্ভরশীল। আমাদের জন্যে আল-কুরআন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এই অনুভূতি ও উপলব্ধি যার মনে-মগজে যত বেশী, সেই তত বেশী আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে এই ঐতিহাসিক মাসের যথার্থ কদর করতে সক্ষম হতে পারে। আল্লাহর এক একটি নেয়ামতের যথার্থ কদর করা, সদ্ব্যবহার করাই কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া নামে অভিহিত হবার যোগ্য।

www.bjilibrary.com

রমযানের যে নেয়ামতটি আল্লাহ তা'য়ালা দান করেছেন, তার শুকরিয়া আদায়ের উপায় ও প্রক্রিয়াকে আল্লাহ তা'য়ালা অস্পষ্ট রাখেননি। পূর্ণ মাসব্যাপী রোযা পালনকেই তিনি উক্ত নেয়ামতের শুকরিয়া নামে অভিহিত করেছেন।

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - (البقرة : ١٨٥)

"তোমরা যাতে করে নির্দিষ্ট সময় সীমা পূরণ করতে সক্ষম হও; আর সক্ষম হও আল্লাহর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে এবং আরো সক্ষম হও তাঁর প্রতি যথার্থ শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে।"

বস্তুতঃ তাকওয়া অর্জন ও শুকরিয়া জ্ঞাপনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদেরকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সিয়াম সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাকওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টা হতে পারেনা তেমনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠ নেয়ামতের যথার্থ শুকরিয়া আদায়ও কারো একক প্রচেষ্টায় সম্ভব হতে পারেনা। উভয়ক্ষেত্রে একটি সামষ্টিক উদ্যোগ, সামষ্টিক সহযোগিতা ও একটি সামাজিক পরিবেশ একান্তভাবেই অপরিহার্য।

আমরা গতানুগতিকভাবে বছরের পর বছর রোযা পালন করছি। রমযান মাসের ফযীলতের আলোচনা শুনে বা শুনিয়ে আসছি। কিন্তু বাস্তবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এর কতটা কার্যকারিতা দেখতে পারছি, সমাজ জীবনে এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া কি লক্ষ্য করে আসছি তা আদৌ ভেবে দেখার প্রয়াস নেই। এর মূল কারণ প্রধানতঃ রমযানের রোযার সাথে কুরআন ও তাকওয়ার সম্পর্ক কি কুরআনের আসল পরিচয় এবং তাকওয়ার সম্পর্ক কি এ সম্পর্কে যথার্থ ধারণার অভাব। দ্বিতীয়তঃ উক্ত ধারণা কোথাও পরিলক্ষিত হলেও তা বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সামষ্টিক উদ্যোগ, সহযোগিতা ও পরিবেশের অভাব রয়েছে প্রায় সর্বত্রই। দুনিয়ার শান্তি এবং আখেরাতের মুক্তির পথে চলার একমাত্র উপায় আল্লাহ প্রদত্ত এবং নবী-রাসূল প্রদর্শিত পথ আল-কুরআনের ভাষায় হেদায়াত বা রুশ্‌দ নামে অভিহিত হয়েছে। সে হেদায়াত বা রুশ্‌দ প্রাপ্তিরও পূর্বশর্ত তাকওয়া এবং

www.bjilibrary.com

শুকরের গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হওয়া। সূরা বাকারায় যে অংশে আল্লাহ তা'য়ালা রোযা ও রমযানের প্রসঙ্গ এনেছেন সেখানেই এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে তাকওয়া ও শুকরের স্তর অতিক্রম করার পরে-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ - (البقرة : ١٨٦)

"যখন তোমার কাছে আমার কোন বান্দা আমার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করবে তখন বলে দিবে আমি তো নিশ্চিতভাবেই তোমাদের নিকটে অবস্থান করছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শুনে থাকি। অতএব তাদের উচিৎ আমার ডাকে সাড়া দেওয়া-যাতে করে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হতে পারে।" (বাকারা-১৮৬)

আল্লাহর কোটি কোটি বান্দা বিশ্বের আনাচে-কানাচে সর্বত্রই রমযান মাসে, সিয়াম সাধনায় আত্মনিয়োগ করছে। তাদের মনে নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর হুকুম আহকামের প্রতি অগাধ ও প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা রয়েছে। এর পরও কেন দুনিয়ার মানুষ সেই জাহিলিয়াতের দিকে আবার দ্রুত ধাবিত হতে যাচ্ছে, যে জাহিলিয়াতের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই মাহে রমযানে আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত আল-কুরআন নাযিল করেছিলেন? মানুষের সমাজ থেকে যে পাশবিকতা ও পৈশাচিকতা দূর করার জন্যেই আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন নাযিল করেছিলেন, বছর ঘুরে বার বার সেই মাস আসে আর চলে যায়, আমরাও সেই মাস ঘটা করে উদযাপন করি। কিন্তু জাহেলিয়াতের মোকাবিলা কেন করতে পারছিনা সেই জাহেলিয়াতের অবসান ঘটাবার শক্তি, সাহস ও যোগ্যতা আমাদের মধ্যে, মুসলিমদের মধ্যে কেন সৃষ্টি হচ্ছেনা? এর যথার্থ উপলব্ধি ও অনুভূতি জাগাবার মত একটি রমযানও কি আমাদের জীবনে আসবেনা?

www.bjilibrary.com

৩. আল-কুরআনের আলোকে তাকওয়া

তাকওয়ার অর্থ

"তাকওয়ার" তরজমা সাধারণতঃ খোদাভীতি হয়ে থাকে। অথচ তাকওয়ার অর্থ নিছক ভয় বা ভীতি নয়। ভয়-ভীতির আরবী প্রতিশব্দ 'খাওফুন' এবং 'খাশিয়াতুন'। তাকওয়া এই বিশেষ পরিভাষাটির মূলধাতু 'ওয়াও' 'কাফ' এবং 'ইয়া' দ্বারা গঠিত শব্দটি একটু রূপান্তরিত হয়, যখন 'বেকায়াতুন' হয় তখন তার অর্থ হয় বাঁচা, মুক্তি বা নিষ্কৃতি। প্রকৃতপক্ষে ধাতুগত এই অর্থের সাথে সম্পূর্ণ সংগতি রেখেই আল-কুরআনে এর রূপান্তরিত বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। আমাদের মুনাজাতের ভাষায় যখন আমরা বলি-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ - (البقرة: ٢٥١)

"হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ দান কর এবং দোযখের সেই আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (বাকারা-২৫১)

এখানে ওয়াকি শব্দটির অর্থ 'বাঁচাও' আর 'না' অর্থ আমাদেরকে তাকওয়ার মূল ধাতু থেকেই রূপান্তরিত একটি শব্দকে আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং 'বাঁচা' বা নিষ্কৃতির সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا -(التحريم:٦)

"তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও বা রক্ষা কর।" (সূরা তাহরীম-৬)

উক্ত নির্দেশের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা তাকওয়ার মূলধাতু থেকে গঠিত একটি শব্দকে বাঁচানো বা হেফাজত করার অর্থে ব্যবহার করেছেন। সূরায়ে তাগাবুনের ১৬ নং আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা ঃ

وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

www.bjilibrary.com

"যারা নফসের সংকীর্ণতা ও কৃপণতা থেকে নিজেকে হেফাজত বা মুক্ত রাখতে পারবে তারাই সফলকাম হবে।" (সূরা তাগাবুন-১৬)

এই ক্ষেত্রে তাকওয়ার মূল ধাতু থেকে গঠিত একটি শব্দ 'য়্যুক্কা' বাঁচবে, মুক্ত রাখবে বা হেফাজত করবে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এর প্রয়োগধারা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাকওয়ার মূল অর্থ বাঁচা বা মুক্তিলাভ করা। সূরায়ে বাকারার ২১ নং আয়াতে আল্লাহর ঘোষণাটির মধ্যেও সুস্পষ্টভাবে এটাকে মুক্তি এবং নিষ্কৃতির অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - (البقرة : ٢١)

"হে মানবজাতি তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা মুক্তিলাভে সক্ষম হও বা পরিত্রাণ পাও।" (সূরা বাকারা-২১)

রোযার নির্দেশসূচক আয়াতটির শেষে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ যে ব্যবহৃত হয়েছে তার তরজমা অনেকেই সরাসরি "যাতে করে তোমরা মুত্তাকী হতে পার" বা 'তাকওয়া অর্জন করতে পার' করলেও মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভের দিকটাই এখানে মুখ্যভাবে বিবেচ্য।

এভাবে তাকওয়া শব্দটির অর্থ বাঁচা, নিষ্কৃতি পাওয়া, মুক্তি লাভ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হলেও যে কোন ধরনের বাঁচার নাম তাকওয়া নয়। যে কোন ধরনের নিষ্কৃতি বা পরিত্রাণ তাকওয়া নামে অভিহিত হতে পারেনা। এটা ইসলামের এবং আল-কুরআনের একটি নিজস্ব পরিভাষা, অতএব ইসলাম ও আল-কুরআনের আলোকে বা দৃষ্টিতে যেটা প্রকৃত মুক্তি, নিষ্কৃতি বা পরিত্রাণ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, সেই মুক্তি, নিষ্কৃতিই তাকওয়ার আওতায় পড়বে। অর্থাৎ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করতে গিয়ে মু'মিন আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে যে চেষ্টা সাধনা করবে, আল্লাহর কাছে শাস্তিযোগ্য কার্যক্রম থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার চেষ্টা চালাবে, সেই মুত্তাকী নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য আর তার এই কার্যক্রমই তাকওয়া নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

www.bjilibrary.com

তাকওয়ার পরিধি

আল-কুরআনের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই তাকওয়ার পরিধি ও গন্ডিসীমা মানুষের ব্যক্তি জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, নয় গুটিকয়েক নীতি কথা বা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর না আছে এর এমন কোন বাহ্যিক রূপ-কাঠামো যা দেখে একজন মানুষকে তাকওয়ার অধিকারী বা মুত্তাকী নামে অভিহিত করা যেতে পারে। আল-কুরআন আমাদেরকে যে তাকওয়া অর্জনের তাগিদ দিয়েছে সেই তাকওয়ার পরিচয় আমাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। অতএব তাকওয়ার রূপরেখা ও তার পরিচিতি ও পরিধি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কোন মানুষের পক্ষ থেকে নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের এখানে আদৌ কোন অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে তাই আমরা দেখার প্রয়াস পাব আল-কুরআনে আল্লাহ স্বয়ং তাকওয়ার কি সংজ্ঞা দিয়েছেন, কিভাবে তার গন্ডিসীমা বা পরিধি নির্ণয় করেছেন। তাও জানব সূরায়ে বাকারার ২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা তাকওয়ার অধিকারী মুত্তাকী বান্দার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। আর ঐ একই সূরার ১৭৭ নং আয়াতে এর একটা ব্যাপক পরিচিতি পেশ করেছেন। ২ নং আয়াতে মুত্তাকীর পরিচয়ে বলা হয়েছে ঃ (১) তারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। (২) সালাত কায়েম করে। (৩) আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে খরচ করে। (৪) শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের উপর নাযিলকৃত হেদায়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। (৫) আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। উক্ত সূরার ১৭৭ নং আয়াতেও মুত্তাকীর পাঁচটি গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে, তবে শেষোক্ত পাঁচটি গুণাবলী ব্যাপক সম্বোধক। যেমন-

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ -

(১) আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, কিতাব এবং নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমানের ঘোষণা দেওয়া ও যথাযথভাবে ঈমান পোষণ করা। (২) আল্লাহর ভালবাসার তাগিদে নিকট আত্মীয়, গরীব দুঃখীদের মধ্যে অকাতরে অর্থদান করা। (৩) সালাত কায়েম করা এবং যাকাত আদায় করা (৪) ওয়াদা পূরণ করা (আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং মানুষের সাথে কৃত ওয়াদা সবটাই

www.bjilibrary.com

এর আওতায় আসে) (৫) সবর করা, ব্যক্তিগত অসুবিধায়, বিপদে মুসীবতে এবং সত্যের সংগ্রামে বাতিলের সাথে প্রত্যেক সংঘাত সংঘর্ষের মুহূর্তে।

সূরা বাকারা এই ১৭৭ নং আয়াতে উপরোক্ত পাঁচটি গুণের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, যারা এই সব গুণাবলীর অধিকারী কেবলমাত্র তারাই ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী এবং কেবলমাত্র তারাই তাকওয়ার অধিকারী।

সূরায়ে বাকারার ২ নং আয়াতে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় ১৭৭ নং আয়াতে বর্ণিত ১ নং, ২ নং এবং ৩ নং বিষয়ের মধ্যে এসে যায়। ১৭৭ আয়াতে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের শেষোক্ত দুটি বিষয় এখানে অতিরিক্ত এবং বেশ প্রণিধানযোগ্য। সেই সাথে এটাও প্রণিধানযোগ্য যে, ৩ নং বিষয়ে সালাত এবং যাকাতের উল্লেখ হয়েছে আবার ২ নং বিষয়ে বিশেষভাবে অর্থ ব্যয়ের কথা কেন এসেছে। মূলতঃ ইসলামী অনুশাসনের সার্বিক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করলে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম মূলতঃ দু'টি জিনিসের সমষ্টির নাম। একটি হল-খালেক বা স্রষ্টার ইবাদত করা। অপরটি মাখলুক বা আল্লাহর সৃষ্টির খেদমত করা। প্রকাশ থাকে যে, সৃষ্টির খেদমতও আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক হতে হবে। আর আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সৃষ্টির সেবাও স্রষ্টার ইবাদত হিসাবেই পরিগণিত। আমাদের আলোচ্য সূরা বাকরার ১৭৭ নং আয়াতের প্রথম বিষয়টি ঈমান সংক্রান্ত।

আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে সাথে আরো কতিপয় বিষয়ে আমাদেরকে ঈমান আনতে হলেও ঈমানের মূল বিষয় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়, একজন সাহাবী (রাঃ) আল্লাহর রাসূলকে বললেন, আমাকে এমন কিছু উপদেশ দিন, যাতে করে আর কারো কাছ থেকে কিছু জানার-বুঝার প্রয়োজন না হয়। প্রতি উত্তরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, "বল আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।" অতঃপর এই ঘোষণা ও সিদ্ধান্তের উপর অটল অবিচল থাকবে। আল্লাহর প্রতি এই ঈমানের অনিবার্য দাবী হলো এই দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফা হিসাবে দায়িত্ব পালণ করতে হবে। আর সে দায়িত্ব পালন করতে হলে যেমন আল্লাহর অধিকার আদায় করতে হবে অর্থাৎ একমাত্র তাঁরই ইবাদত বন্দেগী ও দাসত্ব করতে হবে, একমাত্র তাকেই সার্বভৌমত্বের অধিকারী মনে করতে হবে, মানুষের জন্যে আইন ও বিধান দেওয়ার নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র

www.bjilibrary.com

আল্লাহর এই কথার যেমন ঘোষণা দিতে হবে, তেমনি বাস্তবে এর ভিত্তিতে মানুষের সমাজ পরিচালনা করতে হবে। অনুরূপ সমাজ পরিচালনা করতে গিয়ে খোদা প্রদত্ত মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। সর্বস্তরের জন মানুষের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ইসলামের পরিভাষায় এটাকেই "হাক্কুল এবাদ" বলা হয়ে থাকে। এই "হাক্কুল এবাদ" প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঈমানদারদেরকে দুইভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। একটি হল ব্যক্তিগতভাবে অপরের অধিকার আদায় করা। একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। বাহ্যতঃ এতে অপরের পাওনা ন্যায্য অধিকার আদায় করাই শুধু নয়, যারা স্বচ্ছল তাদের সম্পদে অস্বচ্ছল লোকদের অধিকারও আল্লাহ ধার্য করে দিয়েছেন। যারা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদে কোন অংশ পায় না, তাদেরও হক ধনীর সম্পদে আছে বলে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। এই জন্যে আমরা অনেক আয়াতে দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ ঈমানের আলোচনার পরেই তার ভালাবাসার দাবী স্বরূপ নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, দুস্থ, পথিক, ক্রীতদাস মুক্তির লক্ষ্যে অর্থ ব্যয়কে তাকওয়ার বা নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে সালাত ও যাকাতের আলোচনা আসায় বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহর অধিকার আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যম হল সালাত। আর আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করার মনমানসিকতা তৈরীর মাধ্যম হল যাকাত। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে পালনের জন্য আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় বিষয়টিকে যেমন পাচ্ছি তেমনি তাদের প্রতি সামষ্টিকভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশিকা পাচ্ছি তৃতীয় বিষয়ে উল্লেখ্য সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের মাধ্যমে।

"হাক্কুল এবাদ" ব্যাপারটি আমরা সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে দেখে অভ্যস্থ। মূলতঃ এর মূল কথা মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের নিশ্চয়তা বিধান। প্রতিটি নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান করা, ন্যায় বিচারের সুযোগ সৃষ্টি করা। দুর্বলের উপর সবলের জুলুম অত্যাচারের রাস্তা বন্ধ করা প্রভৃতি 'হাক্কুল এবাদে'র আওতাভুক্ত, যা নিছক ব্যক্তিগত দান খয়রাতের মাধ্যমে যথেষ্ট নয়। অতএব এই 'হাক্কুল এবাদে'র ক্ষেত্রে আল্লাহর খলিফা হিসাবে

www.bjilibrary.com

দায়িত্ব পালন করতে হলে ন্যায় ও ইনসাফের সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করা অত্যাবশ্যক।

অনুরূপ সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা স্বাভাবিকভাবেই তাকওয়ার অনিবার্য দাবির মধ্যে এসে যায়। তাকওয়ার সংজ্ঞা ও পরিধি নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা সূরা বাকারা ১৭৭ নং আয়াতটির ভিত্তিতে যে পাঁচটি বিষয় পেয়েছি তার অন্যতম হল ওয়াদা পূরণ করা। এই ওয়াদা পূরণের দুটো দিকের প্রতি আমরা ইতিপূর্বেই ইঙ্গিত করেছি। আল্লাহর বান্দাদের সাথে বিভিন্নভাবে আমরা ওয়াদাবদ্ধ হয়ে থাকি, যা তেমন কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই আমরা বুঝতে প্রয়াস পাই। যে মুত্তাকী সে ঐ সব ওয়াদা অবশ্যই পূরণ করবে-তবে তাকওয়ার আসল দিক হল আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করা। কি সেই ওয়াদা, যা আমরা আল্লাহর সাথে করেছি? আল্লাহর সাথে ওয়াদার মূল কথা হলো, আমরা এই দুনিয়ায় একমাত্র তাঁরই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করব, একমাত্র তাকেই আইনদাতা, বিধানদাতা মানবো, একমাত্র তারই হুকুম আহকাম মেনে চলব। এই ওয়াদা আমরা প্রথমত করেছিলাম রূহের জগতে। দুনিয়ায় এসে ভুলে যাবার পর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সে ওয়াদা আবার স্মরণ করানো হয়েছে। আমরা কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করে আবার সেই ওয়াদা নবায়ন করেছি। কলেমার ঘোষণা দানকারীরা আবার প্রতিদিন সালাতের মাধ্যমে সেই ওয়াদার বার বার পুনরাবৃত্তি করছি, যার অনিবার্য দাবীই হলো এমন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের সংগ্রাম করা যেখানে মানুষ যুগপৎভাবে আল্লাহর প্রতিও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবে এবং আল্লাহর বান্দাদের প্রতিও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবে।

এইভাবে আল্লাহর সাথে কৃত এ ওয়াদা পালনের ব্যাপারটির মৌখিক আলোচনা যেমন সহজ বাস্তবে কিন্তু তা তেমন সহজসাধ্য নয়। তাই এর জন্যে প্রয়োজন হয় সবর ও এস্তেকামাতের, অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার। এই কাজটিতে যারা অংশ নেয় তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবেও অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, অর্থনৈতিক জীবনে অনটনের সম্মুখীন হতে হয় এবং সামাজিকভাবেও নানাবিধ চাপের মুখে পড়তে হয়। সর্বোপরি খোদাদ্রোহী রাষ্ট্রশক্তি বল প্রয়োগের মাধ্যমে এই কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সামষ্টিক

www.bjilibrary.com

শক্তির ভিত্তিমূলে আঘাত হেনে একে নিঃশেষ ও বিলীন করে দিতে চায়। এ অবস্থায় সত্যের সংগ্রামে ময়দানে টিকে থাকার গুণকে তাই তাকওয়ার চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাকওয়ার উৎস

উপরে আমরা তাকওয়ার পরিচিতি ও পরিধি সম্পর্কে সংক্ষেপে যা আলোচনা করলাম তার মূল উৎস হলো আল্লাহর সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং আখেরাতের জবাবদিহির অনুভূতি। তাকওয়ার পরিচয় ও পরিধি আলোচনায় সূরা বাকারার যে দু'টি আয়াতকে আমরা সূত্র এবং অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছি দু'টোতেই এর স্পষ্ট উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। সেই সাথে এতদসংক্রান্ত নিম্নলিখিত আয়াতগুলোর অন্তর্নিহিত দাবী উপলব্ধি করার প্রয়াস পেলে আমরা এ বিষয়ে আরো গভীরে যেতে সক্ষম হব ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ (الحشر:١٨)

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেক ব্যক্তির ভেবে দেখা উচিত সে আগামী কালের জন্যে (কিয়ামত দিনের জন্যে) কি সঞ্চয় করেছে, আল্লাহকে ভয় কর, সন্দেহ নেই তিনি তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।" (সূরা হাশর-১৮)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।" (সূরা বাকারা-১৯৬)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ـ

"ভয় কর (বা বাঁচার চেষ্টা কর) সেইদিন থেকে, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে লাগবেনা।" (সূরা বাকারা-১২৩)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ـ

"আল্লাহকে ভয় কর, এবং জেনে রাখ তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।" (সূরা বাকারা-১০৩)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُلٰقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

www.bjilibrary.com

"তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে। আর মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ দাও।" (সূরা বাকারা-২২৩)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ .

"তোমরা ভয় কর আল্লাহকে আর জেনে রেখ, আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত আছেন।" (সূরা বাকারা-২৩১)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ .

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর মনে রেখ, তিনি তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ দেখছেন।"

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ -

"ভয় কর আল্লাহকে, সন্দেহ নেই আল্লাহ তোমাদের মনের গোপন অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছেন।" (সূরা মায়েদা-৭)

অনুরূপ অসংখ্য আয়াতের মূল সুর, মূল আবেদন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেলে আমরা অনুধাবন করতে সক্ষম হব, আল্লাহ তাঁর আইন মানার জন্যে, তাঁর কিতাব অনুসরণের জন্যে, যে তাকওয়া ভিত্তিক চরিত্র গঠনের তাগিদ দিয়েছেন, তার ভিত্তি বা উৎস মূলের একটি হলো আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে, তাঁর শক্তিমত্তা সম্পর্কে মনে-জ্ঞানে সঠিক ধারণা বদ্ধমূল করে নেওয়া। সেই সাথে আখেরাতের জবাবদিহির অনুভূতিকে তীব্র থেকে তীব্রতর করা। সে অনুভূতি থেকে যে হৃদয় ও মন বঞ্চিত সে বড় পন্ডিত, আলেম ও ফাযেল হোক না কেন তাকওয়ার গুণে ভূষিত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাকওয়ার প্রয়োগক্ষেত্র

তাকওয়ার মূল উৎস বা ভিত্তি খোদা-ভীতি ও আখেরাতের জবাবদিহির অনুভূতি হলেও এর প্রয়োগ কেবলমাত্র ব্যক্তি জীবনের পরিমন্ডলে আধ্যাত্মিক সাধনার এবং পরকালীন মুক্তির চিন্তা চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সত্যি বলতে কি, ব্যক্তি জীবনে এর কার্যকারিতা এবং পরকালীন জীবনের সফলতা নির্ভর করে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রশস্ত সীমানার সবগুলো দিক ও বিভাগে তাকওয়ার সঠিক প্রয়োগের উপর।

www.bjilibrary.com

সূরা নিসার ১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এমনকি আত্মীয়-স্বজনের হক ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের সমাজে বিবাহ শাদীর মজলিসে খুতবা দেবার সময় ঐ আয়াতটিকে উল্লেখ করা হয়, যার উদ্দেশ্য থাকে স্বামী-স্ত্রী এবং উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজন পরস্পরের সাথে লেনদেন, আচার আচরণের ক্ষেত্রে যেন সীমা লংঘন করে আল্লাহর আক্রোশের কবলে পতিত না হয়- সে ব্যাপারে সজাগ করা। সূরা হাশরের ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ ـ

"রাসূল তোমাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর, আর তিনি যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর (তা থেকে বিরত থাক) আর আল্লাহকে ভয় কর।"

আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল প্রদর্শিত আদর্শের সার্বিক দিক মেনে চলার ও না মানার ফলাফল ও পরিণাম-পরিণতি সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে- وَاتَّقُوا اللّٰهَ "আল্লাহকে ভয় কর।"

অনুরূপভাবে সূরা বাকারার ৬৩ নং আয়াতের ও সূরা আরাফের ১৭১ নং আয়াতের ঘোষণা-

خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

"আমি যা কিছু তোমাদের দিয়েছি সর্বশক্তি দিয়ে তা আঁকড়ে ধর। এর মধ্যে যা কিছু আছে তা স্মরণ কর। যাতে করে তোমরা মুক্তিলাভে সক্ষম হতে পার।"

'কথাটির মধ্যে আমাদের জীবন যিন্দেগীর ব্যাপক পরিসরে খোদায়ী বিধান মান্য করে চলাকেই মুক্তির উপায় রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।'

অনুরূপভাবে সূরা বাকারার ১৭৯ নং আয়াতের ঘোষণা-

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

www.bjilibrary.com

"তোমাদের জন্যে হত্যার বদলে হত্যা-এই নীতির মাঝে জীবন নিহিত রয়েছে; যাতে করে তোমরা নিষ্কৃতি পেতে পার।"

এর মাঝে বিচারের ক্ষেত্রে তাকওয়ার প্রয়োগের স্পষ্ট উল্লেখ পাই।

সূরা হুজরাতের ১০ নং আয়াতের ঘোষণা ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ـ

"মু'মিনগণ পরস্পরের ভাই, অতএব ভাইদের মাঝে সংঘটিত বিবাদ-বিসম্বাদ মিটমাট করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।"

এখানেও তাকওয়ার প্রয়োগ দেখতে পাই-আমাদের বৃহত্তর ও সমাজ জীবনে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে।

সূরা আহযাবের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ ঃ

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ـ

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাক, বা তোমাদের মনে আল্লাহর ভয় থেকে থাকে, তাহলে পর পুরুষের সাথে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলবে না। এমন করলে যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত তাদের মনে খারাপ কামনা সৃষ্টি হতে পারে।"

এখানেও তাকওয়ার প্রয়োগ করা হয়েছে সামাজিক অর্থে। মানুষের সমাজ দেহকে পূতঃ পবিত্র রাখার লক্ষ্যে আমরা এ সংক্রান্ত মাত্র গুটিকয় কুরআনী নির্দেশিকার উদ্ধৃতি দিতে প্রয়াস পেলাম। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রতি ক্ষেত্রের জন্যে আল্লাহর নির্দেশিকা মানার ব্যাপারে আমাদের মন মগজকে উদ্বুদ্ধকারী শক্তি হিসাবে তাকওয়া অর্থাৎ খোদাভীতি এবং আয়াতের জবাবদিহির অনুভূতিকেই প্রয়োগ করা হয়েছে।

তাকওয়ার ফল

অনুরূপভাবে তাকওয়ার পরিচিতি ও পরিধির সম্যক ধারণা অর্জন করে এর ভিত্তিকে চরিত্র গঠনের এবং জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত যারা গ্রহণ করে ব্যক্তিগতভাবে তারা কি কি সুবিধা পায় তার যেমন উল্লেখ আল-কুরআনে

www.bjilibrary.com

রয়েছে তেমনি সামষ্টিক জীবনেও কি কি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় তার উল্লেখও আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে করা হয়েছে-

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ (الطلاق - ٢)

"যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেয় আল্লাহ তাদের চলার পথ খুলে দেন, আর তাদেরকে এমন জায়গা থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন যা তারা কল্পনাও করতে পারেনা।" (সূরা তালাক-২)

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ـ

"যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাদের কাজকে সহজসাধ্য বানিয়ে দেন।" (সূরা তালাক-৪)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ـ (الانفال: ٢٩)

"হে ঈমানদার লোকেরা, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্যে ন্যায়-অন্যায়ের, হক বাতিলের ও সত্য-মিথ্যার তথা কল্যাণ-অকল্যাণের পার্থক্য করে চলার গুণ ও যোগ্যতা দান করবেন।" (সূরা আনফাল-২৯)

উপরের আয়াতগুলোতে তাকওয়া অর্জনকারী ব্যক্তি কি কি উপকার লাভে সক্ষম হয় তা উল্লেখ করা হয়েছে। নীচে আমরা আর মাত্র দু'টি আয়াত উল্লেখ করতে চাই, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা সামষ্টিক জীবনে তাকওয়ার বৃহত্তর ফলের কথা উল্লেখ করেছেন। সূরা আল ইমরানের ১২০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন ঃ

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ـ

"যদি তোমরা সবর কর এবং তাকওয়া ভিত্তিক চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাতে সক্ষম হও তাহলে তোমাদের শত্রু পক্ষের ষড়যন্ত্র ও কলাকৌশল তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।"

এখানে রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে তাকওয়া প্রদর্শনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

সূরা আরাফের ৯৬ নং আয়াতের ঘোষণা-

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -

"যদি কোন জনপদের মানুষ ঈমানদার ও তাকওয়ার অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ আসমান থেকে বরকতের ভান্ডার খুলে দিবেন। জমিন থেকেও বরকতের ভান্ডার খুলে দিবেন।"

আরো গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য, উক্ত আয়াতে তাকওয়া ভিত্তিক চরিত্র গঠনের অনিবার্য ফলশ্রুতি একটি সফল আর্থ-সামাজিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। প্রকৃতপক্ষে সে সমাজে মানুষ মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। গ্যারান্টি পেতে পারে তার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের, জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা তথা দুনিয়ার সার্বিক শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির।

www.bjilibrary.com

৪. সমাজ গঠন, গণ প্রশিক্ষণ ও সিয়াম সাধনা

কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে ইসলামী জীবন বিধানের যে পূর্ণাংগ রূপটি পাওয়া যায়, তার বাস্তব রূপায়নের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক। আল্লাহ প্রদত্ত সেই ব্যবস্থাকে আমরা চারটি বিশেষ ভাগে আলোচনা করতে পারি। (এক) আইন, (দুই) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রশাসন, (তিন) উদ্বুদ্ধকরণ ও (চার) গণ প্রশিক্ষণ।

মানুষের সমাজে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্যে যেমন শুধু উপদেশ ও নীতি কথা যথেষ্ট নয়, আবার শুধু আইনও যথেষ্ট নয়। এই বাস্তব সত্যকে সামনে রেখে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান আইনের পাশে নৈতিকতার অধ্যায়টি স্থান পেয়েছে (Law and morality)। অবশ্য ঐ স্থান পাওয়াটা পাঠ্য পুস্তক বা তাত্ত্বিক আলোচনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, তাই বাস্তবে মানব রচিত আইন বা জীবন ব্যবস্থা মানুষের সমাজে আজ পর্যন্ত মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশে সামান্যতম অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি।

মানব রচিত আইন, মতবাদ ও জীবন ব্যবস্থা যেমন মানুষের জন্মগত প্রকৃতি ও সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তেমনিভাবে মানুষের সামাজিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেও বাস্তবমুখী পন্থা উদ্ভাবনেও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ কারণেই সব মানব রচিত আইন, দর্শন ও মতবাদকে যেমন বার বার ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে তেমনি তার অনিবার্য পরিণতিতে মানুষকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে পোহাতে হচ্ছে দুর্বিসহ যাতনা ও দুর্ভোগের গ্লানি।

মানুষের মনগড়া আইন-কানুন ও মতবাদ যেমন মানুষের সঠিক চাহিদাকে সামনে রেখে জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের সাথে সামঞ্জস্য ও সংগতিপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তেমনি মানুষের সমাজে শান্তি-শৃংখলা ও ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পৃষ্ঠপোষকতাকারী একটি সফল দক্ষ তথা ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসন গড়ে তুলতেও

www.bjilibrary.com

ব্যর্থ হয়েছে; নিছক আইনের ভয়ে নয়, প্রশাসনের চাপে নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের তাগিদে আইন মানার জন্যে জনগণের মন ও মানসিকতা তৈরীর জন্যেও আজ পর্যন্ত মানব রচিত কোন মতাদর্শ কোন উল্লেখযোগ্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মকৌশল যেমন উদ্ভাবন করতে পারেনি তেমনি সর্বস্তরের জনগণের জন্যে কোন গণপ্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Mass motivation and Mass orientation programme) গ্রহণ করতে পারেনি। অবশ্য এই বিষয়ে দিনের পর দিন বিভিন্নমুখী গবেষণা কর্ম, চমৎকার তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করে চলেছে। নানাবিধ ফরমূলা ও পরিভাষার জন্ম দিয়ে চলেছে, কিন্তু মানুষকে মানুষের অবস্থানে রেখে আশরাফুল মাখলূকাতের মান-মর্যাদায় রেখে, পশুর পাশবিকতা ও পৈশাচিকতামুক্ত সমাজের সন্ধান দেবার মত কোন অবদান রাখার কোন পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা সেসব গবেষণা ক্ষেত্রে আদৌ আছে বলে মনে হয়না।

মানুষের স্রষ্টা গোটা সৃষ্টিলোকের অধিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্যে যে বিধান দিয়েছেন, তা মূলতঃ মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তির কাছে অত্যন্ত পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য। নেক কাজ, বদ কাজ, হালাল ও হারাম সম্পর্কে আল-কুরআনে ব্যবহৃত শব্দগুলো এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। নেক কাজের আরবী প্রতিশব্দ যা কুরআনে ব্যবহার করেছে তা হল "মারুফ' অর্থাৎ সর্বস্তরের জন মানুষের বিবেক বুদ্ধির কাছে যা একান্তভাবেই ভাল হিসাবে, কল্যাণকর হিসাবে পরিচিত। বদ কাজের কুরআনিক প্রতিশব্দটি হল "মুনকার" অর্থাৎ খোদা প্রদত্ত মানব সত্তা ও মানবের সহজাত প্রবৃত্তি তথা বিবেক বুদ্ধি যাকে সব সময়ই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। হালাল বা বৈধ ও বিধি সম্মত করা হয়েছে সেসব জিনিস বা বস্তুকে যা কুরআনের ভাষায় 'তাইয়্যেবাতের' আওতায় আসে। আর তাইয়্যেবাত, এই আরবী শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো- পবিত্র ও রুচি সম্মত। মানুষের রুচি বিকৃতি ঘটার ফলেই মানুষ তা বর্জন করে থাকে মাত্র। তেমনি ভাবে যেসব জিনিষ আমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে কুরআনের পরিভাষায় সেগুলো "খাবায়েসের" আওতায় পড়ে। অর্থাৎ মানব রুচির কাছে যা অগ্রহণযোগ্য ও ঘৃণিত। মানুষের খোদা প্রদত্ত বিবেক বুদ্ধি যখন অকার্যকর হয়ে যায়, অন্য কথায় রুচির বিকৃতি ঘটে কেবল মাত্র তখনই মানুষ ঐ সব হারাম কাজে লিপ্ত হয় এবং তৃপ্তি পায়।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ প্রদত্ত এই স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও কার্যকর রূপ দেবার জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা কেবলমাত্র কিতাব নাযিল করে, কিতাবী জ্ঞান দিয়ে শেষ করেননি। কিতাবের বিধান কার্যকর করার জন্যে, বাস্তব নমুনা তুলে ধরার জন্যে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। বস্তুতঃ ঐ সব নবী রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মাধ্যমে নবুওয়াতের সেই সিলসিলা খতম হবার পর তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্যে আল্লাহ যে ব্যবস্থা নিয়েছেন-তা হলো যারা আল্লাহ, রাসূল, আখেরাত ও কিতাব ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে ঈমান পোষণ করে তারা সম্মিলিতভাবে তাদের মধ্যে থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নেতা বানিয়ে নেবে। নেতার সহযোগিতার জন্যে স্থান, কাল ও পরিস্থিতি-পরিবেশের আলোকে আরো কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে, ঈমান, ইলম, আমল, আখলাক ও ন্যায়-নিষ্ঠার বিবেচনায় তুলনামূলকভাবে সংখ্যাগিরষ্ঠের বিচারে উত্তম, তাদেরকে নির্বাচন বা বাছাই করবে। তারা কিতাবী আইনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থার কাঠামো গড়ে তুলবে। তারা শুধু আইন প্রয়োগ করবেন তাই নয়-নিজেরা নিষ্ঠার সাথে আইন মেনে চলবেন; তাদের ডান্ডার ভয়ে নয়-তাদের মুখের ভাষায় নয়-তাদের কাজকর্ম, আচার ব্যবহার জনগণকে আইন মানার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করবে। মূলতঃ ইসলামী নেতৃত্ব কেবলমাত্র হুকুম দেবার বা মানবার জন্যে নয়-হুকুম কি ভাবে মানতে হয় তার জীবন্ত নমুনা ও দৃষ্টান্ত নিজের জীবন থেকে বাস্তবে তুলে ধরার জন্যেই নিয়োজিত হয়ে থাকে।

আইন প্রয়োগকারী এই প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলাকেই ইসলাম যথেষ্ট মনে করেনি বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন মানার প্রবণতা সৃষ্টির উপর ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই জন্যে আধুনিক পরিভাষায় Mass motivation, mass orientation training এর আওতায় যেসব কার্যক্রম আসতে পারে ইসলাম তাকে এক সাথে প্রয়োগ করতে প্রয়াস পেয়েছে। ইসলাম যে পাঁচটি জিনিসকে তার বুনিয়াদ বা ভিত্তি হিসাবে ঘোষণা করেছে-মূলতঃ সেই পাঁচটি জিনিসই এর আওতায় আসে। উক্ত পাঁচটির প্রথম হচ্ছে ঈমান।

www.bjilibrary.com

সত্যিকার অর্থে মানুষকে যদি পশু থেকে আলাদা করতে হয়, পাশবিকতা ও পৈশাচিকতার দৌরাত্ম্য থেকে মানুষের সমাজকে মুক্ত করতে হয়, তা হলে মানুষের মন-মগজে আল্লাহ্ সম্পর্কে সঠিক ধারণা বদ্ধমূল হওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নাই। আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীর ধারণা, আল্লাহর ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও শক্তিমত্তার ধারণাই মানুষের মধ্যকার পশু প্রবৃত্তিকে দমন করে মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করতে পারে। অনুরূপভাবে আখেরাতের ধারণা, দুনিয়ার গোপন ও প্রকাশ্য সব কার্যক্রম যেখানে ফাঁস হবার আশংকাই মানুষের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। অতএব আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের যে আলোচনা আল-কুরআনে রয়েছে জনগণকে ন্যায়-নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার Motivation দেবার ক্ষেত্রে এর চেয়ে কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত আর কোন ব্যবস্থার সাথে দুনিয়া পরিচিত হয়নি, হতেও পারেনা। ঈমান বিল্লাহ ও ঈমান বিল আখেরাতের Motivation Programme এরই পরিপূরক বাকি চারটি মৌলিক ইবাদত অর্থাৎ সালাত, যাকাত, সাওম এবং হজ্জ। সালাত প্রতি দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, দিনের পাঁচবার একযোগে ঈমানদারগণ এতে অংশগ্রহণ করে ঈমান বিল্লাহ ও ঈমান বিল আখেরাতের ধারণাকে সক্রিয় সচেতন রাখার প্রয়াস পায়, যা বাস্তব ময়দানে কাজে কর্মে আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করে থাকে।

যাকাতের মাধ্যমে সম্পদশালী ব্যক্তিগণ বছরে একবার তাদের মাল থেকে আল্লাহর নির্দেশে গরীবদের জন্যে নির্ধারিত অংশ ব্যক্তির প্রতি করুণা স্বরূপ নয়, তাদের পাওনা আদায়ের মানসিকতা নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে জমা করার মাধ্যমে প্রতিদান বা সুনাম সুখ্যাতির প্রবণতা ছাড়াও সম্পদ ব্যয়ের ট্রেনিং পায়। আল্লাহর ঘোষণা মতে, এমন চরিত্রের অধিকারী হয় যে, সমাজের দুস্থ, এতিম, অনাথ, অভাবগ্রস্ত লোকদের মাঝে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে-খাবার বিলায়; কিন্তু তাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না। "তারা বলে আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই তোমাদের খাবার দিয়েছি। তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান বা কোন কৃতজ্ঞতা কামনা করিনা।" (দাহর)

সম্পদশালী লোকেরা জীবনে একবার হজ্জ করতে গিয়েও অনুরূপ

www.bjilibrary.com

প্রশিক্ষণই লাভ করে থাকে। সম্পদের আধিক্যে যুগপৎভাবে মানুষকে আল্লাহর প্রতি এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের কথা ভুলিয়ে দিয়ে থাকে, বিধায় সম্পদশালীদের জন্যে এ দুটি অতিরিক্ত কোর্স আরোপ করা হয়েছে। সবার জন্যে সার্বজনীন কোর্স হলো সালাত এবং সওম। সালাত প্রতিদিনের জন্যে আর সাওম বছরে একবার এক মাসের জন্যে। আমাদের আত্মগঠনের জন্যে, আত্মসংযমের শক্তি অর্জনের জন্যে সালাত এবং সাওম দুটো মৌলিক ইবাদতই যার যার জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ। তবে কুরআনী আইন মানার প্রবণতা ও মানসিকতা ও এর জন্যে প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের জন্যে যে তাকওয়ার প্রয়োজন স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, সাওমের মাধ্যমে আমাদের মাঝে সেই তাকওয়াই আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করতে চান।

বস্তুতঃ রমযান মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার প্রধান এবং প্রথম দিকই হল ঈমান বিল গায়েব-এর বাস্তব প্রশিক্ষণ, যা আর কোন ইবাদতের মাধ্যমে এত কার্যকর হয়না। একজন রোযাদার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পানাহার ও যৌন আচরণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরিহার করছে, নির্জন নিরালার সুযোগও পায়ে ঠেলে দিচ্ছে কিসের জন্যে, আল্লাহ হাযির নাযির-তার দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব নয়, আজকে কিছু না হলেও আখেরাতে এটা ফাঁস হবে এই অনুভূতি উপলব্ধিই এর প্রধান কারণ নয় কি?

দ্বিতীয়তঃ সংযমের প্রশিক্ষণ খাবার চাহিদা, পান করার চাহিদা, যৌন চাহিদা এবং ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশের চাহিদার কোন শেষ নেই। মানুষের এই চাহিদা বাড়তে বাড়তে পশু প্রবৃত্তিকেও হার মানায়; এই চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহর দেওয়া সীমারেখার মধ্যে আনতে পারলে কখনও মানুষের মর্যাদায় অবস্থান করতে পারে না। সিয়াম সাধনায় ঈমান বিল গায়েবের বাস্তব প্রশিক্ষণের সাথে সাথে আমাদের এই চাহিদাসমূহের গলায় নিয়ন্ত্রণের লাগাম অত্যন্ত স্বাভাবিক ও কার্যকর পন্থায় পরিণত হয়। এর জন্যে রাতের শেষ থেকে রাতের সূচনা পর্যন্ত প্রশিক্ষণটি বাধ্যতামূলক। রাতের অংশের কার্যক্রম অনুরূপ হিসাবেই মুসলিম উম্মাহর কাছে বিবেচিত হয়ে আসছে। তারাবীহ সেহরি, তাহাজ্জুদ তার মধ্যে শামিল।

তৃতীয়তঃ মানসিকতা ও আত্মিক পবিত্রতা অর্জন এ মাসের একটি ফরয

www.bjilibrary.com

কাজে অন্যমাসের সত্তরটি ফরয কাজের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। এ মাসের নফল ইবাদতের মাধ্যমে অন্য মাসের ফরয ইবাদতের সওয়াব পাওয়া; বেশী কুরআন তিলওয়াতে উদ্বুদ্ধ করা, বেশী বেশী দান খয়রাতে উদ্বুদ্ধ করা। ঝগড়া-ফাসাদ প্রভৃতি থেকে দূরে থাকার তাগিদ দেওয়া অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার তাগিদ দেওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এই এক মাসের সাধনা আমাদেরকে দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দিক দিয়ে পূত পবিত্রতা অর্জনের একটা বাস্তবধর্মী ব্যবস্থা গ্রহণ করে গেছেন।

বস্তুতঃ ইসলামী আইন জারী হওয়া, উক্ত আইন কার্যকর করার, যথোপযুক্ত প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা হওয়া এবং সেই সাথে আইন জানার ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণদানের আঙ্গিকে যদি আমরা সিয়াম সাধনার ভূমিকা মূল্যায়ন করি, তাহলে মানুষের সমাজ গঠন ও পরিচালনায় এর কার্যকারিতা আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।

www.bjilibrary.com

৫. লাইলাতুল কদর ও আমাদের করণীয়

রমযানুল মোবারকের এই মাসকে রাসূলে করীম (সাঃ) তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন, এ মাসের প্রথম দশ দিন রহমতের, দ্বিতীয় দশ দিন মাগফেরাতের এবং শেষ দশ দিন অথবা নয় দিন নাজাতের।

মূলতঃ এই নাজাত প্রাপ্তিই হলো একমাসব্যাপী সিয়াম সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। রহমত এবং মাগফেরাতের স্তর পার হওয়ার পরেই একজন মু'মিন এই নাজাতের স্তরে উপনীত হতে পারে। আল্লাহর রহমত ছাড়া নিছক আমলের জোরে নাজাতের আশা কেউ করতে পারেনা। আল্লাহ্ দয়া করে, মেহেরবানী করে ক্ষমা না করলে আমরা কেউ নাজাতের আশা করতে পারিনা। তাই রমযানুল মোবারক মাসে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'য়ালা আমাদের জন্য নাজাতের অপূর্ব সুযোগটি রেখেছেন- তাও তাঁর পক্ষ থেকে রহমত বর্ষণের এবং মাগফেরাত প্রদানের পরই এসে থাকে।

মাহে রমযানের এই নাজাতের অংশের দশ দিনের মধ্যে রয়েছে মহিমান্বিত রাত। যে রাতটি তালাশ করার জন্য আল্লাহর রসূল প্রতি রমযানের শেষ দশ দিন ই'তেক্বাফ করতেন। একবার এভাবে ই'তেক্বাফ করতে না পারার কারণে তাঁর জীবনের শেষ রমযানটিতে তিনি বিশ দিন এ'তেক্বাফ করেছেন। লাইলাতুল কদর তালাশের ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) অনুসৃত এই নিয়মই উৎকৃষ্ট নিয়ম। লাইলাতুল কদরের মুহূর্তেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজাতের ফায়সালা এসে থাকে। বিশেষ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা সেই রাতটি উল্লেখ করেননি। আল্লাহর রাসূলও উল্লেখ করেননি। সম্ভবতঃ কারণ এটাই হবে যে, আল্লাহর রাসূলের জীবনে প্রথমে এ রাতটি, অমোঘ মুহূর্তটি যে পেরেশানীর পরে এসেছিল, যে সাধনার পরে এসেছিল অনুরূপ পেরেশানী কারো অন্তরে সৃষ্টি হলেই এ রাতের কল্যাণ তার নসীবে জুটবে। তাই এ রাতের সুফল পাওয়ার সর্বোত্তম উপায় একটানা দশদিনব্যাপী আল্লাহর ঘরে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকা। এটা সম্ভব না হলে অন্ততঃ শেষ দশদিনের প্রতিটি রোযার রাত জেগে জেগে কাটানো এবং

www.bjilibrary.com

হৃদয়মনের অস্থিরতা নিয়ে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দেওয়া। কারণ কদরের রাতের নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ না হলেও শেষ দশ দিনের রোযার রাতগুলোর কোন একটি হতে পারে বলে আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

লাইলাতুল কদরের পটভূমি

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) দুনিয়ায় আবির্ভূত হবার পর থেকেই তাঁর চার পাশের পৃথিবীতে মানবতাকে ভূলুণ্ঠিত হতে দেখেছেন। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার দেখেছেন। অশান্তির আগুনে মানুষের সমাজকে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হতে দেখেছেন। কলহ-বিবাদ আর খুন-খারাবীর তান্ডব লীলায় মানবতাকে পর্যুদস্থ হতে দেখেছেন। নারী জাতির ইজ্জত-আবরু ও জীবন বিপন্ন হতে দেখেছেন। এসব থেকে মানুষের সমাজকে কিভাবে মুক্ত করা যায়, কিভাবে সমাজের অনাচার, দূরাচার, ব্যভিচার, শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতন দূর করে শান্তি, সুখের, ন্যায় ও ইনসাফের সমাজ গড়া যায়, এ চিন্তায় তিনি যৌবনে পদার্পণ করতেই হিলফুল ফুযুল গঠন করেছেন। কিন্তু সমাজের কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি। এরই পর্যায়ে পৌঢ়ত্বের সূচনালগ্নে তিনি লোকালয় ছেড়ে হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যানে মগ্ন হয়েছেন। এ ধ্যান মগ্নের মূল কারণ সৃষ্টি হওয়া হৃদয়ের সীমাহীন পেরেশানী ও অস্থিরতা। এরই এক পর্যায়ে সেই জাহেলিয়াতের কবল থেকে মানবতা ও মনুষ্যত্বকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে মানুষের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর শেষ নবীর উপর, তাঁর সর্বশেষ হেদায়াত নাযিলের সূচনা করেন। যার ভিত্তিতেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পরবর্তী পর্যায়ে জাহেলিয়াতের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। সক্ষম হয়েছেন মানুষের সমাজ থেকে পাশবিকতা ও পৈশাচিকতার মূলোৎপাটন করে মানুষকে মানুষের পর্যায়ে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। অসভ্য, বর্বর নামে পরিচিত জাতিকে দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ জাতি, শ্রেষ্ঠ দলে পরিণত করতে।

লাইলাতুল কদরের পরিচয়

আল্লাহ তা'য়ালা এই মহিমান্বিত রাতের নামানুসারে কুরআন মজীদের একটি সূরার নাম রেখেছেন 'সূরাতুল কদর'। উক্ত সূরায়ে কুরআন এবং উক্ত রাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা-

www.bjilibrary.com

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ -

"আমরা এই কুরআনকে কদরের রাত্রে নাযিল করেছি। তোমরা কি জান এই কদরের রাত্রের পরিচয় কি? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। এ রাতে ফেরেশতাকুল এবং জিবরাইল আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ক্রমে তাঁর প্রতিটি নির্দেশসহ দুনিয়ায় অবতরণ করে থাকে। এ রাতটি পুরোপুরিই শান্তির রাত, ভোর পর্যন্ত যে শান্তি ধারা অব্যাহত থাকে।"

এছাড়া সূরায়ে দুখানেও আল্লাহ তা'য়ালা এই রাতের গুরুত্ব ও মহিমা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "হা'মীম! এই খোলা কিতাবের কসম! আমরা এই কিতাবকে একটি বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি। কেননা মানব জাতিকে সতর্ক করা আমাদের সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছিল সেই রাত, যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি ব্যাপারে হিম্মতপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ একজন রাসূল পাঠানো আমাদের সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু জানেন এবং শুনেন।"

উভয় সূরাতে কদরের রাতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই রাতেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

আল-কুরআনে এই দু'টি ঘোষণার গভীরে যাওয়ার প্রয়াস পেলে যে সত্যটি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয় তা হলো, এই রাতটি মৌলিকভাবে, একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত। সেই সাথে এই বিশেষ রাতে কুরআন নাযিলের সূচনা বা ফায়সালাও বেশ গুরুত্ববহ ও প্রণিধানযোগ্য।

আল্লাহ তা'য়ালা কুন ফাইয়াকুনের মালিক। তিনি বললেই সবকিছু হয়ে যায়। এর পরও গোটা সৃষ্টিকে তিনি পরিকল্পিত একটি নিয়মের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন, পরিচালনাও করেছেন তেমনিভাবেই গোটা সৃষ্টিকে এক সেকেন্ড সময়ের কোটি ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ে সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্যে কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এর পরও তিনি এই আসমান এবং

www.bjilibrary.com

জমিনকে তাঁর নিজের ভাষায় ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা আল-কুরআনের একাধিক স্থানে যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন, তাতে মনে হয়, ছয়টি স্তরে আল্লাহ তা'য়ালা এই সৃষ্টিলোককে সুপরিকল্পিতভাবে, সুশৃংখলভাবে সুসজ্জিত করেছেন। খোদ মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা বেশ ক'টি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন, এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আল্লাহ এই সৃষ্টিলোককে নিজস্ব একটি পরিকল্পনামাফিক পরিচালনা করেছেন। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ৩৬৫ দিনের বছরের মধ্য থেকে একটি দিনক্ষণকে আল্লাহ তা'য়ালা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী দিনক্ষণ হিসাবে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী দিনক্ষণটিই লায়লাতুল কদর নামে অভিহিত। কদর শব্দের শাব্দিক অর্থই দুইটি। একটি হল ভাগ্য বা পরিমাণ নির্ধারণ। অপরটি হল, মর্যাদা। লাইলাতুল কদর উভয় অর্থই বহন করে। একদিকে এই রাতেই একটি বছরের জন্যে সৃষ্টিলোকের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মানুষের সমাজের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ফায়সালা এসে থাকে, যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয়। অপরদিকে এই সিদ্ধান্তকারী রাতেই আল্লাহ তা'য়ালা তার শেষ নবীর নেতৃত্বে দুনিয়ার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আল-কুরআন নাযিল করেছেন। আল-কুরআনের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, কুরআনের গুরুত্ব এবং কার্যকারিতা বুঝানোর জন্যেই আল্লাহ তা'য়ালা ঐ রাতের মাহাত্ম্য এবং গুরুত্ব বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। আলোচনার ধারা থেকে যা সুস্পষ্ট বুঝে আসে তা হলো, কুরআনের দাওয়াতকে কিছু লোক অজ্ঞতাবশতঃ বিপদ মনে করেছে, দুর্ভাগ্যজনক মনে করেছে। কেউ আবার একে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। অথচ এই "কোরআন" নাযিল করা হয়েছে একটি সিদ্ধান্তকারী মুহূর্তে, মানুষের সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের ফায়সালা নেবার মুহূর্তে। অতএব, এ কুরআনকে বিপদ মনে না করে তাদের নিজেদের জন্যে কল্যাণ মনে করা উচিত। দুর্ভাগ্যজনক মনে না করে সৌভাগ্য অর্জনের মাধ্যম মনে করা উচিত। একে কেউ ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারবেনা। এর দাওয়াত বিজয়ী হবেই। বিজয়ী হওয়ার জন্যেই এটি নাযিল হয়েছে। এখন থেকে মানুষের সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্যের ফায়সালা হবে এই কুরআনের ভিত্তিতে। এর সাথে মানুষের আচরণ কি হবে তার ভিত্তিতেই

www.bjilibrary.com

মানুষের ব্যক্তি জীবন ও জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে মুহূর্তে, সেই মুহূর্তেই এ কিতাব নাযিলের সূচনা করেছেন তিনি।

আজকের ভাবনা

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সুদিন দুর্দিনের মালিক আল্লাহ। ব্যক্তি জীবনের উত্থান-পতন থেকে শুরু করে জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্থান-পতন, বিজয়-বিপর্যয় সবই আল্লাহ তা'য়ালার হাতে। তিনি বছরের এই নির্দিষ্ট ক্ষণে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁর সাম্রাজ্যে সদা অনুগত কর্মচারী ফেরেশতাদের কাছে। আল্লাহ তা'য়ালা ব্যক্তিকেও কিছু সময়ের জন্যে যেমন অবকাশ দিয়ে থাকেন তেমনি জাতিগতভাবেও অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে যখন যাকে উঠানো আল্লাহ ভাল মনে করেন তখন উঠান। আর সামগ্রিক স্বার্থে যখন যার পতন ঘটানো ভাল মনে করেন তখন তার বা তাদের পতন ঘটান।

আমরা একটু আগে আভাস দিয়েছি, আল-কুরআন নাযিল হবার পর থেকে মানুষ সম্পর্কে মানুষের উত্থান-পতন বিজয় ও বিপর্যয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তটা আবর্তিত হচ্ছে কুরআনকে কেন্দ্র করে। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথী-সঙ্গীগণ কুরআনকে যেভাবে আঁকড়ে ধরেছেন, কুরআনকে যেভাবে গ্রহণ করেছেন, কুরআনের সাথে যেভাবে আচরণ করেছেন, মানুষের সমাজ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ যদি অনুরূপ আচরণ করতে সক্ষম হয় তাহলে সারা দুনিয়ার বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তারা বিজয়ী হবে, তারা মানুষের সমাজকে কল্যাণের পথে চালাতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে কুরআনের ধারক-বাহক অনুসারীগণ যদি অনুরূপ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে মানব সভ্যতার জন্য যারা কম ক্ষতিকর তাদের উত্থানের সুযোগ করে দিবেন। আর সেই সুযোগ সৃষ্টির ফায়সালা আল্লাহ করে থাকেন প্রতি বছরের রমযান মাসের ঐ বিশেষ রাতটিতেই।

ঐ বিশেষ রাতে নাযিলকৃত কিতাব আল-কুরআনের প্রতি ঈমানের দাবীদার লোকদের সংখ্যা আজকের দিনে প্রায় একশ' বিশ কোটি। প্রায় ৪৪/৪৫ টি দেশের শাসন ক্ষমতাও এখন ঐ কুরআনের প্রতি ঈমানের

www.bjilibrary.com

দাবীদারদেরই হাতে। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার নেতৃত্ব আজ তাদের হাতে নেই। শুধু তাই নয়, এত বড় শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা আজ লাঞ্ছিত ও পদদলিত। সার্বিক বিচারে ভাগ্যবানের পরিবর্তে তারা আজ চরম দুর্ভাগা। ভাগ্যহারা দুর্গত পর্যুদস্ত মানবজাতিকে শান্তির পথে, কল্যাণের পথে পরিচালনা করা যাদের পবিত্র দায়িত্ব তারা নিজেরা দুর্ভাগ্যের শিকার এবং তাদের চেয়েও দুর্ভাগাদের দ্বারা পরিচালিত। কত লাইলাতুল কদর আসছে আর চলে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত কোন রাতেও তাদের অনুকূলে আল্লাহর ফায়সালা আসেনা। দুর্ভাগ্যের অমানিশা ভেদ করে শান্তি সুখের, সৌভাগ্যের হাতছানি কেন মিলছে না? জবাব সুস্পষ্ট।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ـ

"যে জাতি নিজে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে না, আল্লাহ সে জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করে দেননা।" (রা'দ-১১)

ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে আল্লাহ পথ দেখিয়েছেন, ভাগ্য পরিবর্তনের উপায় ও অবলম্বন আমাদের হাতে দিয়েছেন। আমরা পথে চলার সিদ্ধান্ত ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে, সেই উপায় অবলম্বন যেভাবে আঁকড়ে ধরার কথা, সেভাবে আঁকড়ে ধরলে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দিলে শুধু মনের ষোল আনা অস্থিরতা ও পেরেশানী নিয়ে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দিলে শুধু যে আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হবে তাই নয় বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগও আল্লাহ সৃষ্টি করে দিবেন। তিনি এ ব্যাপারে ইতিপূর্বেও যেমন সক্ষম ছিলেন এখনও তেমনি সক্ষম আছেন এবং সব সময়ের জনেই সক্ষম থাকবেন। আল্লাহর যেসব বান্দারা গায়রুল্লাহর গোলামী থেকে নিজেরাও মুক্তি কামনা করে এবং আল্লাহর আর সব বান্দাদেরকেও নাজাত দেবার চিন্তা-ভাবনা করে, তাদের খেদমতে আরয লাইলাতুল কদরের মুহূর্তটিকে পাওয়ার জন্যে আল্লাহর রাসূলের হৃদয়ের মনের সেই পেরেশানীর উপলব্ধি নিয়ে অস্থিরতা নিয়ে কাতরকণ্ঠে আমরা আসমান জমিনের প্রভু আল্লাহর দরবারে ধর্ণা দেই। এই দিনের দেওয়া আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের প্রতি আমাদের অশোভন আচরণের জন্যে অনুতাপ ও অনুশোচনার সাথে ক্ষমা প্রার্থী হই এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ দুর্বলতার প্রশ্রয় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই, সেই সিদ্ধান্তে অটল থাকার জন্য

www.bjilibrary.com

আল্লাহর কাছে বিশেষ সাহায্য কামনা করি। আমাদের সহ গোটা মানব জাতির হৃদয়কে আল্লাহ যেন ঐ কুরআনের মর্ম বুঝার জন্য খুলে দেন সে জন্যও কাতরকণ্ঠে ফরিয়াদ জানাই। আখেরাতে সেই ভয়াবহ দিনে কুরআন যেন আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য না দেয়, সেজন্যে বিশেষভাবে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আখেরাতের সেই চূড়ান্ত ফায়সালার মুহূর্তে যারা নাজাতপ্রাপ্তদের তালিকাভুক্ত হবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাদের মধ্যে শামিল করেন। সেই নাজাতের জন্যে যে আমল আখলাকের প্রয়োজন কুরআন কেন্দ্রিক সেই আমল আখলাকের যেন আমরা অধিকারী হতে পারি। সেই মাসে আমাদের দুনিয়ার জীবনকেও পারি গায়রুল্লাহর গোলামী ও বন্দেগী থেকে মুক্ত রাখতে। আরো যেন সক্ষম হই দুনিয়ার মানুষকে খোদাদ্রোহী শক্তির গোলামীর নাগপাশ থেকে নাজাত দিয়ে আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগীর প্রশস্ত পরিবেশে শান্তি সুখের জীবন যাপনের সুযোগ করে দিতে। আমীন!

www.bjilibrary.com

৬. ঈদুল ফিতর ঃ তাকওয়া অনুশীলনীর সমাপনী উৎসব

আল্লাহর নির্দেশ-দীর্ঘ এক মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমরা যে তাকওয়া ভিত্তিক চরিত্র গঠনের অনুশীলনী করে থাকি, তার সমাপনী উৎসব ঈদুল ফিতর নামে অভিহিত। ঈদ অর্থ উৎসব আর ফিতর অর্থ না খেয়ে থাকার পর খাবার গ্রহণ করা- Break Fast বলতে যা বুঝায় আরবী ফিতর বা ফুতুর অর্থ প্রকৃতপক্ষে তাই।

আত্মসংযমের শক্তি অর্জনের জন্যে দীর্ঘ এক মাসব্যাপী রাতের শেষ থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানাপিনা থেকে বিরত থাকার একটা মহড়ায় আমরা অংশগ্রহণ করে থাকি রমযানুল মোবারকে। আল্লাহ তা'য়ালার? থেকে.এভাবে আত্মসংযমের ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্ধারিত একটি কোর্স সমাপ্তির পর আবার দিবাভাগে খানাপিনার অনুমতি আসে। কোর্স সমাপ্তির পরের দিনের উৎসবটি নিছক খাবার সুযোগকে কেন্দ্র করে নয় বরং এক মাসের নির্দিষ্ট কোর্স সাফল্যের সাথে সমাপ্তির আনন্দই এখানে প্রধান।

এ আনন্দের প্রকাশও যেনতেন প্রকারে করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। এক মাসের অনুশীলনের বাস্তব প্রতিফলন ঘটার মত কর্মসূচীর মাধ্যমেই সে আনন্দ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রমযানের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে সেই তাকওয়া অর্জনেরই অনুশীলন করেছি। অতএব এর আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা ঈদের এই দিনে প্রধানতঃ সেই আল্লাহর তাকবীর বা শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেই এবং কৃতজ্ঞতার প্রকাশ স্বরূপ তাঁরই সমীপে সেজদাবনত হই দু'রাকাত নামাযের মাধ্যমে।

রমযান মাসকে তাকওয়া ও সবরের গুণাবলী অর্জনের পাশাপাশি সমবেদনা প্রকাশের মাস হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সমবেদনার বাস্তব প্রকাশ স্বরূপ অর্থহীন বিত্তহীনেরাও যাতে ঐ উৎসবে শরীক হতে

www.bjilibrary.com

পারে তার ব্যবস্থা করার জন্যে ঈদের মাঠে নামাযের জন্যে রওয়ানার আগেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন কি শুধু তাই নয় বরং এভাবে সাদকাতুল ফিতর আদায় না করলে সিয়ামের ফলাফল ঝুলন্ত থাকবে বলেও আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

এক মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনের অনুশীলন যেমন হয়েছে। তেমনি আল্লাহর বান্দাদের প্রতিও দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের অনুশীলন হয়েছে। ঈদের দিনে তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে মহান আল্লাহর হামদ ও তাকবীরের ঘোষণার পাশাপাশি ছোট বড় গরীব ধনীর ভেদাভেদ ভুলে সারিবদ্ধ হয়ে নামায আদায় ও তারপর পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে। অন্তরঙ্গ পরিবেশে খোলামনে একসাথে খানাপিনার মাধ্যমে। ঈদের নামায শেষে ঈমাম সাহেব যে খুতবা দিয়ে থাকেন তার মূল বক্তব্যই হয়ে থাকে বাস্তব জীবনে রোযার শিক্ষাকে কাজে লাগাবার উপদেশে ভরপুর। ঈদের এই দিন কার জন্যে সত্যিকারের খুশীর দিন, আর কার জন্যে শাস্তির সংকেতস্বরূপ তাও প্রচলিত খুতবাগুলোতে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে প্রচলিত ঈদের খুতবাগুলোতে সাধারণতঃ তিনটি জিনিসের উল্লেখ আমরা পেয়ে থাকি ঃ (এক) যে নতুন পোশাকে উল্লাস করে তার ঈদ প্রকৃত ঈদ নয়। প্রকৃতপক্ষে আজকের এই দিন তার জন্যেই ঈদের বা খুশীর দিন যে বিগত একমাসের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আখেরাতে আল্লাহ তা'য়ালার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-শংকিত হয়েছে। (দুই) ঈদের এই দিন নেককার বা সততা অর্জনের সক্ষম ব্যক্তিদের জন্যেই প্রকৃতপক্ষে খুশীর দিন। আর যারা সিয়াম সাধনার মাধ্যমে নিজেদের এই পর্যায়ভুক্ত করতে পারেন না তাদের জন্যে ঈদের আনন্দের পরিবর্তে ভীতিপ্রদ দিন। (তিন) এমনি এক ঈদের দিনে মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের ভূমিকাও তুলে ধরা হয়ে থাকে। এমনকি এক ঈদের দিনে অন্যরা যখন আনন্দ-উল্লাসে মত্ত তখন হঠাৎ দেখা গেল, খলিফাতুল মুসলেমীন ঘরের ভিতরে ক্রন্দনরত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আমীরুল মু'মিনীন আজতো খুশীর দিন, আমরা সবাই আনন্দিত, আর আপনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্রন্দনরত, ব্যাপার কি? আমীরুল মু'মিনীন বললেন, যদি তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে থাকে যে, তাদের সিয়াম সাধনা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছে, তাহলে তারা আনন্দ উল্লাস

www.bjilibrary.com

করতে পারে। আমার তো জানা নেই, আমার রমযানের সিয়াম সাধনা কবুল হয়েছে কিনা।

মূলতঃ মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফার এই ঘটনাটিই আমাদের সকলের জন্যেই শিক্ষণীয়। তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শার বা বেহেশতের শুভ সংবাদপ্রাপ্ত দশজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের একজন ছিলেন। তিনি যদি রমযানের শেষে আনন্দিত না হয়ে ভীত-শংকিত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে থাকেন, সেখানে আমরা কোন্ ছার? অতএব ঈদের এই দিনটি সামষ্টিকভাবে আল্লাহর একটি হুকুম পালনে সক্ষম হওয়ার কারণে মুসলিম মিল্লাতের সামষ্টিক জীবনের জন্যে খুশীর এবং আনন্দের দিন হলেও ব্যক্তির জন্যে দিনটি আত্মসমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণের দিনও বটে।

আল্লাহর দরবারে কার মাহে রমযানের সাধনা-দিনের সিয়াম এবং রাতের কিয়াম কবুল হলো বা হলো না এটা নিশ্চিতভাবে জানা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে আমাদেরকে কিছু আলামত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করেছেন। অন্যের ব্যাপারে সেই আলামতের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা মন্তব্য করা অবশ্য সমীচীন নয়। তবে যার যার জায়গায় নিজের অবস্থান পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। যেমন তওবা কবুলের আলামত হিসাবে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, যার তওবা সত্যিকারের তওবা হবে- অন্য কথায় আল্লাহর দরবারে কবুল হবে সে ঐ গুনাহর কাজের পুনরাবৃত্তি করবেনা, যেটা থেকে তওবা করেছে এবং খারাপ কাজের পরিবর্তে সে নেক আমল করার প্রয়াস পাবে। অনুরূপ রোযা কবুলের প্রধান-আলামত তাকওয়ার অধিকারী হতে পারা। পরবর্তী রমযান আসা পর্যন্ত এগারটি মাস আমার মনে-মগজে ও চরিত্রে তাকওয়ার প্রকাশ ঘটবে এটাই তো সিয়ামের সাফল্য। যদি কাজ-কর্মে বাস্তব ক্ষেত্রে আমি এর প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হই তাহলেই ধরে নিতে হবে আমার সাধনা কাজে লাগেনি, ফলপ্রসূ হয়নি।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com